সংবাদ

তারিখ 04 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

গর্জনিয়ায় এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ে রশি টানাটানি

দুর্ভোগ বাড়ছে পরীক্ষার্থীদের

প্রতিনিধি, নাইক্ষ্যংছড়ি

রামুর দুর্গম এলাকায় আলো ছড়ানো ঐতিহ্যবাহী গর্জনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখনই শুরু হয়েছে রশি টানাটানি। আর এ নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে দুর্ভোগ পোহাবে এসএসসি পরীক্ষার্থীরা। বিষয়টা দুঃখজনকও বলছেন সচেতন মহল। তাদের দাবি, যারা রশি টানাটানি নিয়ে ব্যস্ত তারা বড় স্বার্থটাকে বাদ দিয়ে শুধু ক্ষুদ্র স্বার্থকেই দেখছেন।

সূত্র জানায়, পার্বত্য বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় গিয়ে এসএসসি পরীক্ষা দেয়া কষ্টকর বিদায়, গর্জনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পার্শ্ববর্তী কচ্ছপিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গত ২৬ আগস্ট সম্মতি/অনাপত্তিপত্র দেন। পরে গর্জনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে সদ্য বিদায়ী রামু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সেলিনা কাজী সম্মতি দিয়ে আবেদনপত্রটি জেলা প্রশাসক বরাবরে পাঠান। এর পর ১০ নভেম্বর রামু-কক্সবাজার আসনের এমপি আলহাজ সাইমুম সরওয়ার কমলও এ বিষয়ে জোর সম্মতি প্রদান করেন। এ খবর প্রকাশ পাওয়ার পর উল্টো কচ্ছপিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা শুরু করেন অত্র বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও কচ্ছপিয়ার সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল আমিন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৫ নভেম্বর ওই সাবেক চেয়ারম্যান এমপি সাইমুম সরওয়ার কমলের সম্মতিপত্রও আদায় করে নেন! মূলত তার কারণেই এখন গর্জনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ফাইলটি লাল পিতায় বন্দি আছে। পূরণ হচ্ছে না বৃহত্তর গর্জনিয়াবাসীর প্রাণের দাবি। যদিওবা এখন চাপের মুখে পড়ে সম্মতি দেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করছেন কচ্ছপিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিল কান্তি শর্মা।

গর্জনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এএইচএম মনিরুল ইসলাম বলেন- প্রতিষ্ঠাকাল, একাডেমিক ভবন, শিক্ষার্থী, মনোমুগ্ধকর পরিবেশ, সীমানা প্রাচীর ও বিশালকার খেলার মাঠসহ সবদিকে কচ্ছপিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের চেয়ে এই বিদ্যালয় অনেক এগিয়ে। কচ্ছপিয়া ইউনিয়নের দেড় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীও আমাদের শিক্ষার্থী। এ কারণে এমপি আলহাজ সাইমুম সরওয়ার কমলের প্রচেষ্টায় ২০১৫ সালে জেএসসি কেন্দ্র অনুমোদন দেয় চট্টগ্রাম মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। ওই সময়েও একইভাবে তারা রশি টানাটানি করেছিলেন। কিন্তু পরে ব্যর্থ হয়েছে। প্রধান শিক্ষক আরও বলেন, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের বর্তমান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. মাহবুবু হাসান, শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক সুমন বড়ুয়া, বিদ্যালয় পরিদর্শক নাজিমুল ইসলাম ২০১৫ সালের ১১ নভেম্বর গর্জনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের জেএসসি কেন্দ্র পরিদর্শনে এসে সীমানা প্রাচীর, খেলার মাঠ ও মনমুগ্ধকর পরিবেশ দেখে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। এবং তাঁরা বলেছিলেন এই বিদ্যালয়ে অবশ্যই এসএসসি কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে গত বছর আমাদের বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। পাশাপাশি তাদের বিদ্যালয় থেকে অংশ নিয়েছে মাত্র ৩১ জন। আগামী এসএসসি পরীক্ষাও তাদের চেয়ে আমাদের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ। বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের শিক্ষানুরাগী সদস্য হাবিব উল্লাহ চৌধুরী বলেন-স্কুল পর্যায়ে কচ্ছপিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের চেয়ে গর্জনিয়া উচ্চ বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা পর্যায়ে গর্জনিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসার চেয়ে কচ্ছপিয়া ইউনিয়নের গর্জনিয়া ফয়জুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসা সিনিয়র। এই বিষয়টা সবারই জানা। সেই মতে জেএসসি/জেডিসি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।